যুগান্তর

MAR. 02 2003

তিনটি ভাষা শিক্ষার প্রচলন

বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তার পুনর্গঠন হবে বলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেল। প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন পন্থায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রধানত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তাতে বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষা শুরু করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবি ভাষাকে প্রধান্য দেয়া হয়। তবে সেই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি জ্ঞানও শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি এই তিনটি ভাষাই এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই তিনটি ভাষাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কাজের প্রয়োজনে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি জানা থাকা যেমন দরকার, তেমনি যে কোন মুসলমানকে ধর্মীয় কাজে অর্থাৎ কুরআন হাদীস পড়া বা বোঝার ক্ষেত্রে আরবি জানা জরুরি। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকজনের ভাষা, শিক্ষার পরিধি শুধু বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্তত আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়া বিশেষ প্রয়োজন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্য সম্ভবপর অন্যান্য ভাষাও চালু করা যেতে পারে। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি পাবে। এই শিক্ষা ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রত্যেকে কিছু না কিছু অর্জন করে থাকে। তাই এই আবশ্যকীয় আরবি বা তৃতীয় ভাষাটি কোর্স কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত থাকলে শিক্ষার্থীদের নিজ দায়িত্বে আর কোন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হবে না। বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং অন্যটি এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে বিভক্ত না করে এ দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় করে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হবে। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
বেনজীর বাগান, দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা